দৈনিক
ইত্তেফাক

22 OCT 2016

বাড্ডায় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষিকা মৃত্যু রহস্যের জট খোলেনি

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

রাজধানীর বাড্ডার আফতাবনগরে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের প্রভাষক রাবেয়া কুলসুম পিংকির মৃত্যু রহস্যের জট খোলেনি। তিনি আত্মহত্যা করেছেন, নাকি তাকে হত্যা করা হয়েছে তা নিশ্চিত হতে পারেনি পুলিশ। মৃত্যুর কারণ নিশ্চিত হতে ময়না তদন্ত রিপোর্টের অপেক্ষায় রয়েছেন তদন্ত সংশ্লিষ্টরা।

আফতাবনগরের তিন নম্বর সড়কের ৩৮ নম্বর বাড়ির (ভুঁইয়াবাড়ি) দোতলায় থাকতেন ২৭ বছর বয়সী রাবেয়া। মঙ্গলবার গভীর রাতে বাসার দরজা ভেঙে তার ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেন স্বজনরা। পরে তাকে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যু (ইউডি) মামলা হয়েছে।

বাড্ডা থানার ওসি এমএ জলিল বলেন, রাবেয়ার মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানার চেষ্টা চলছে। তবে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, ঘটনাটি আত্মহত্যা। ময়না তদন্তে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ বেরিয়ে আসবে। প্রেম সংক্রান্ত জটিলতার জের ধরে রাবেয়ার মৃত্যু হয়েছে-এমন গুঞ্জন প্রসঙ্গে ওসি বলেন, সেটাও হয়ে থাকতে পারে। তবে এখনও তেমন কোনো তথ্য-উপাত্ত পাওয়া যায়নি।

মঙ্গলবার মধ্যরাতে রাবেয়া ফেসবুকে লেখেন-'সবাইকে ধন্যবাদ'। এটাই ছিল ফেসবুকে তার শেষ পোস্ট। এরপর তার বান্ধবী ও ভাইসহ কয়েকজন তার সঙ্গে মোবাইল ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করে পাননি। পরে তার ভাই শরীফ রাত দেড়টার দিকে বোনের বাড়িতে গিয়ে নিরাপত্তাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকেন। এ সময় তিনি সিলিং ফ্যানের সঙ্গে গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় বোনের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান।